সমকাল

তারিখ 29 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

দুই লাখ পরীক্ষার্থীর নম্বরপত্র ভুল!

একাদশ শ্রেণীর ভর্তিচ্ছুদের ট্রান্সক্রিপ্ট সরবরাহ করতে পারছে না ঢাকা বোর্ড

■ সাব্বির নেওয়াজ

চলতি বছর ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় দুই লাখ ছাত্রছাত্রীর নম্বরপত্র (ট্রান্সক্রিপ্ট) ভুল ছাপা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার থেকে (২৫ জুন) শিক্ষার্থীদের মাঝে নম্বরপত্র সরবরাহ করা শুরু হয়। এরপরই এ ভুল ধরা পড়ে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ভুল নম্বরপত্র নিতে অস্বীকৃতি জানানোর পর বাকি উত্তরপত্রগুলো সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। ভর্তির নিয়মানুযায়ী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে গেলে একজন শিক্ষার্থীকে তার মাধ্যমিকের মূল নম্বরপত্র সংশ্লিষ্ট কলেজে জমা দিতে হয়। কারিগরি ত্রুটির কারণে কলেজ ভর্তির ফল প্রকাশ বিলম্বিত হওয়ায় এ বছর এমনিতেই অনেক দেরি

■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

দুই লাখ পরীক্ষার্থীর নম্বরপত্র

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

হয়ে গেছে। এসএসসি উত্তীর্ণদের আজ সোম ও আগামীকাল মঙ্গলবারের মধ্যেই কলেজগুলোতে ভর্তি হতে হবে। বুধবার থেকে সারাদেশে একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। অথচ নম্বরপত্র না পাওয়ায় কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হওয়া নিয়ে এখন নতুন করে অনিশ্চয়তা দেখা দিল।

জানতে চাইলে বিষয়টি স্বীকার করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিক গতকাল রোববার সমকালকে বলেন, কারিগরি ত্রুটির কারণে বিপুলসংখ্যক নম্বরপত্র ভুল ছাপা হয়েছে। এতে বোর্ডের কিছু টাকা লোকসান যাবে। 'লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী তাহলে এখন কীভাবে কলেজে ভর্তি হবে'– এমন প্রশ্নের জবাবে চেয়ারম্যান বলেন, 'যে কোনো মূল্যে আমরা ১ জুলাই কলেজগুলোতে ক্লাস শুরু করতে চাই। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে নম্বরপত্র প্রিন্ট আউট করে নিয়ে যে কেউ কলেজে ভর্তি হতে পারবে। মূল নম্বরপত্র পরে বোর্ড থেকে সরবরাহ করা হবে।'

রাজধানীর কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান জানান, পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ২৫ জুন থেকে নম্বরপত্র সরবরাহ করার কথা। সে অনুযায়ী তারা তাদের শিক্ষকদের ঢাকা বোর্ড কার্যালয়ে নম্বরপত্র আনতে পাঠান। সেখানে গিয়ে শিক্ষকরা নম্বরপত্র তুলে নেওয়ার পর দেখতে পান, তাতে অসংখ্য ভুল। পরিচিত ছাত্রছাত্রীদের রোল নম্বর নিয়ে মিলিয়ে দেখেন তারা। এতে ধরা পড়ে, বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর প্রাপ্ত জিপিএ ভুল ছাপা হয়েছে। জিপিএ ৫ প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর নম্বরপত্রে জিপিএ এসেছে ২। আবার ২ দশমিক ৪৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর নম্বরপত্রে জিপিএ ছাপা হয়েছে ৫। এ ছাড়া ইংরেজি, গণিত, জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নসহ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক জিপিএ প্রাপ্তিও ভুল ছাপা হয়েছে। গণিত বিষয়ে এ গ্রাস পাওয়া পরীক্ষার্থীর জিপিএ ছাপা হয়েছে ৩ দশমিক ৬৫। এসব ভুল দেখার পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা ত্রুটিপূর্ণ ট্রান্সক্রিপ্ট নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এরপরই বিষয়টি জানাজানি হয়ে পড়ে।

জানা গেছে, ঢাকা বোর্ড থেকে এ বছর এসএসসি পাস করেছে ৩ লাখ ১০ হাজার ৪৬ জন পরীক্ষার্থী। তাদের মধ্যে প্রায় দুই লাখেরই নম্বরপত্র ভুল ছাপা হয়েছে। বাকি এক লাখ ১০ হাজার ট্রান্সক্রিপ্টের মধ্যেও কিছু কিছু ভুল থেকে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বোর্ডের কর্মকর্তারা। তবে শুদ্ধ থাকা নম্বরপত্রগুলো নিশ্চিত করে কিছু কিছু শিক্ষক তা নিয়ে গেছেন। 'কীভাবে এ ভুল হলো' জানতে চাইলে বোর্ডের বেশিরভাগ কর্মকর্তাই প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকা বোর্ডের কম্পিউটার শাখার কর্মকর্তাদের চরম গাফিলতি ও অবহেলার কারণেই এ ঘটনা ঘটেছে। এ শাখার প্রোগ্রামার, সিস্টেম অ্যানালিস্টসহ সংশ্লিষ্টদের অমনোযোগিতার কারণেই পরীক্ষার্থীরা নম্বরপত্র প্রাপ্তি থেকে এখন বঞ্চিত হচ্ছে। এ বছর নম্বরপত্র ছাপার দায়িত্বে ছিলেন ঢাকা বোর্ডের সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট মনজুরুল কবীর। তিনি গতকাল দাপ্তরিক কাজে অফিসের বাইরে থাকায় এবং তার ব্যবহৃত মুঠোফোনটি বন্ধ রাখায় যোগাযোগ করা যায়নি।

বোর্ড সূত্র জানায়, বিদেশ থেকে চড়া দামে কিনে আনা সিকিউরিটি কাগজে এ নম্বরপত্র ছাপা হয়। এখন ছাপা হওয়া নম্বরপত্র ফেলে দিয়ে নতুন করে সব ছাপতে হবে। এতে এ বছর ঢাকা বোর্ডের গচ্চা যাবে প্রায় ৩০ লাখ টাকা।